OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 83
Website: https://tirj.org.in, Page No. 746 -751
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 746 - 751
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

জৈন দর্শন ও গান্ধীজীর নিরিখে অহিংসার একটি আলোচনা

রোজিনা খাতুন
গবেষক, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : rojinakhatunphilo@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Ahimsa, Jainism, Hinduism, Violence, Parama.

Abstract
In this paper, I have discussed how the idea of non-violence stands as a parallel in some aspects of Gandhi and Jainism. They are not only parallel but also so complementary to each other that one is incomplete without the other. The ideas that Gandhi and Jainism have about non-violence are almost the same. The general meaning of non-violence is non-violence; in the broad sense, non-violence is non-harming any living being through body, mind, action, and speech, and literally, the word ahimsa means not harming oneself or others. The importance of non-violence in Jain religion and philosophy is immense, and in modern times, most of the movements that Mahatma Gandhi led to free India from the British Empire were non-violent. Therefore, it is seen that the importance of the concept of non-violence in the philosophy of Jainism and Gandhi is immense. My current attempt in this paper is to make a comparative discussion on the nature of non-violence in the Jain and Gandhian philosophies and try to show whether there are any discrepancies between these two philosophies or whether both philosophies agree on this issue.

Discussion

অহিংসা বিষয়ে জৈন মত : জৈন শব্দটি এসেছে সংস্কৃত শব্দ 'জিন' থেকে যার অর্থ হল জয়ী। কাজেই 'জিন' বলতে বোঝায় এমন ব্যক্তিদের যিনি সকল পদার্থের জ্ঞান লাভ করে সকল তথ্য জয় করেছেন। অর্থাৎ যিনি সাধনার দ্বারা কামনা-বাসনা জয় করে মুক্ত পুরুষরূপে অবস্থান করেন। জিনদের তীর্থঙ্করও বলা হয়। তীর্থঙ্করদের উপদেশ যারা অনুসরণ করেন তারা জৈন নামে পরিচিত।[১] জৈন একটি ভারতীয় ধর্ম ও একটি ভারতীয় দর্শন। ধর্ম ও দর্শন একে অপরের পরিপূরক যদিও তাদের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে। ধর্ম হল ব্যবহারিক তত্ত্বের প্রতিপাদক অর্থাৎ ধর্মের বৈশিষ্ট্য তার আচার-আচরণের মধ্যেই নিহিত থাকে এবং দর্শনের বৈশিষ্ট্য তার সিদ্ধান্তের সাধক হয়। ভারতীয় ধর্ম এবং দর্শনের মধ্যে একটি সমন্বয় সাধন করা হয়েছে। ধার্মিক আচার ছাড়া যেমন দর্শনের স্থিতি নিষ্ফল তেমনি দার্শনিক বিচার ছাড়াও ধর্মের সত্তা প্রতিষ্ঠিত হয় না। ধর্ম বলতে জৈনরা নীতি ভিত্তিক ধর্মের কথায় বলতে চেয়েছেন।

জৈন অহিংসা নীতি তাদের অধিবিদ্যার যৌক্তিক পরিণতি বলে মনে করা হয়। এই অধিবিদ্যার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে প্রতিটি জীব ও জীবনের মধ্যে আত্মা বিরাজমান। জৈন তীর্থঙ্করা মুক্তি লাভের উপায় হিসেবে পাঁচ প্রকার নীতি বা ব্রতের কথা বলেছেন। যথা - অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ। গৃহী ও সন্ন্যাসী উভয়েরই এই পাঁচ প্রকার

ব্রত অবশ্যই পালনীয়। এই পাঁচ প্রকার ব্রত যখন গৃহীরা পালন করে তখন তাদের পালনীয় ব্রত গুলিকে অনুব্রত বলা হয় এবং যখন সন্ন্যাসীগণ সেই ব্রতগুলিকে কঠোরভাবে পালন করে তখন তাদের পালনীয় ব্রত গুলিকে মহাব্রত বলা হয়। সন্ন্যাসীগণের পালনীয় ব্রতের তুলনায় গৃহীদের পালনীয় ব্রত কিছুটা সহজ বা শিথিল। কেননা গৃহীদের প্রাত্যহিক জীবনে এমন কিছু কর্ম করতে হয় যাতে জীবের অনিষ্ট সাধিত হয়। আর একথা মাথায় রেখেই গৃহীদের জন্য ব্রতকে শিথিল করা হয়েছে। যেমন জীবিকা বা পেশার বাধ্যবাধকতা, শত্রুদের হাত থেকে নিজেকে এবং দেশকে রক্ষা করা এই দুটি ক্ষেত্রে হিংসা জড়িত থাকে। আরো কিছু ক্ষেত্রে হিংসা সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে যাওয়ার কোন উপায় থাকে না গৃহীদের সেগুলি নিবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে আলোচনা থেকে বিরত থাকা হল। এই পালনীয় পাঁচটি ব্রতের মধ্যে প্রথম ব্রত অহিংসা হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাচীন।

জৈন ধর্মের প্রধান সর্বাধিক পরিচিত ও জৈন নীতিতত্ত্বের হৃদয় হল অহিংসা। জৈন ধর্মের মূলমন্ত্র হল 'অহিংসা পরমোঃ ধর্মঃ' অর্থাৎ অহিংসা হল সবথেকে বড় ধর্ম। জৈন ধর্মে অহিংসাকে সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম বলা হয়। অহিংসা মানে হিংসার পরিত্যাগ। জৈন ধর্ম সকল জীবিত প্রাণীর প্রতি অহিংসার শিক্ষা দেয়। কোনোরকম আবেগের তাড়নায় কোন জীবিত প্রাণীকে হত্যা করাকে বলা হয় হিংসা। এই ধরনের কাজ থেকে দূরে থাকাই জৈন ধর্মে অহিংসা নামে পরিচিত। জৈন মতানুসারে প্রত্যেক দ্রব্যে আত্মার বাস। গতিশীল দ্রব্যের অতিরিক্ত পৃথিবী, জল, বায়ু ইত্যাদি দ্রব্যেও আত্মা স্বীকার করা হয়। তাই অহিংসা বলতে শুধু মানুষ নয়, সমস্ত জীবজন্তু এমনকি সবচেয়ে বড় স্তন্যপায়ী প্রাণী থেকে ক্ষুদ্রতম ব্যাকটেরিয়া পর্যন্ত সকল প্রকার জীবের প্রতি হিংসা পরিত্যাগ করাকে বোঝায়। নিজের বাঁচার জন্য অন্যের প্রাণের মৃত্যু এই ধর্মে স্বীকৃত নয়। অহিংসা তত্ত্বের তাৎপর্য হল কায়িক, বাচিক ও মানসিক ভাবে হিংসাকে বর্জন করা। হিংসা বলতে শুধুমাত্র সহিংসা কর্মকে বোঝায় না, সহিংসা বাক্যকেও বোঝায়। জৈন দর্শনের চিন্তাজনিত হিংসা হল ভাব হিংসা এবং কর্মজনিত হিংসা বা বাক্যজনিত হিংসা হল দ্রব্য হিংসা। শুধুমাত্র বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে হত্যা নয়, যে কোন প্রাণীর প্রতি যেকোনো আঘাত হল হিংসা আর এই হিংসার অভাবই হল অহিংসা।

শুধু কাজেই নয়, চিন্তা বা বাক্যের দ্বারা কোন জীবের প্রতি হিংসা কর্ম সমর্থন করা উচিত নয়। জৈন সন্ন্যাসীরা অহিংসা ব্রতের পালন অধিক নিষ্ঠার সাথে করে থাকেন যাতে নিজের অজান্তে কোন হিংসা না ঘটে যায়। সেজন্য জৈন সাধুরা বর্ষাকালে তিন মাস ঘর থেকে বের হতেন না এবং নাকের ওপর একখণ্ড কাপড় নিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করতেন যাতে শ্বাস-প্রশ্বাসের সময় অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণী নাকের ভেতর প্রবেশ করতে না পারে। জৈনরা অহিংসা ব্রতকে এতটাই কঠিন ভাবে পালন করতেন যে সাধারণ মানুষের জন্য তারা দুই ইন্দ্রিয়যুক্ত প্রাণী পর্যন্ত হত্যা না করার আদেশ দেন। তাদের মতে হিংসামূলক কোন কর্মের চিন্তা করা, অন্যকে হিংসামূলক কর্মে উৎসাহিত করা মানে হিংসাকে সমর্থন করা, অহিংসাকে লংঘন করা। এর দ্বারা জৈনগণ বলতে চেয়েছেন সকল জীবই সমান তাই কোন জীবকে হিংসা করা হল অধর্ম।

অহিংসার আদর্শ যেহেতু বাস্তব জীবনে সকলে মেনে চলতে পারবেন না তাই জৈনরা একটি শ্রেণী শৃঙ্খলা মেনে চলেন। এই শ্রেণী শৃঙ্খলায় মানুষের পরে পশুপক্ষী, তারপর কীটপতঙ্গ, তারপর গাছপালার অবস্থান লক্ষ্য করা যায়। জৈন ধর্মের অনুশীলনে নিরামিষ আহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অধিকাংশ জৈনরা দুগ্ধজাত নিরামিষ খাবার খেয়ে থাকেন। দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদনের সময় যদি পশুদের প্রতি হিংসাত্মক আচরণ করা হয় তাহলে তাঁরা সাধারণ নিরামিষ খাবারের সন্তুষ্ট হন। ইচ্ছাকৃতভাবে কীটপতঙ্গদের ক্ষতি করা জৈন ধর্মে নিষিদ্ধ। তাই সেগুলোকে মেরে ফেলার পরিবর্তে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার আদেশ দেওয়া হয় জৈন ধর্মে। মানুষ, পশুপক্ষী ও কীটপতঙ্গের পর জৈনদের গাছপালার প্রতিও অহিংসা ব্রত পালন করতে দেখা যায়। যতটা না করলেই নয়, তার চেয়ে বেশি ক্ষতি তারা গাছপালার করেন না। নরমপন্থী জৈনরা মনে করেন খাদ্যের প্রয়োজনে গাছপালার ক্ষতি করতে হবে। আবার কঠোরপন্থী জৈনরা মূল জাতীয় সবজি যেমন আলু, পেঁয়াজ, রসুন খান না। কারণ এগুলো পাওয়ার জন্য কোনো গাছকে উপড়ে আনতে হয় ফলে গাছের ছোট ছোট অঙ্গগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। জৈন মতে হিংসার পিছনের উদ্দেশ্য ও আবেগগুলি কাজের থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা লাভ করে। যেমন - যদি কেউ অযত্নের বসে কোন জীবিত প্রাণীকে হত্যা করে এবং পরে তার জন্য অনুতাপও করে তবুও তার কর্ম বন্ধন আসে। অন্যদিকে ক্রোধ, প্রতিশোধ প্রভৃতি আবেগের বশে হত্যা করাও গুরুতর অপরাধ বলে বিবেচিত হয়। কোন সৈনিক

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 83
Website: https://tirj.org.in, Page No. 746 -751
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

যখন আত্মরক্ষার জন্য হত্যা করে এবং কেউ যখন আবেগের বশে কাউকে হত্যা করে - এই দুই ধরনের হিংসার ধরন সম্পূর্ণ আলাদা। জৈন ধর্মে কেবলমাত্র আত্মরক্ষার জন্য হিংসাকে স্বীকার করা হয়েছে।

অহিংসা বিষয়ে গান্ধীজীর মত : অহিংসা প্রত্যয়টি যদি কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় তাহলে তিনি হলেন মহাত্মা গান্ধী। অর্থাৎ মহাত্মা গান্ধী এমন এক সমসাময়িক দার্শনিক তথা রাজনীতিবিদ তথা স্বাধীনতা সংগ্রামী যিনি সর্বত্র অহিংসা প্রত্যয়ের কথা বলেছেন। মহাত্মা গান্ধী ছিলেন অহিংসা আদর্শের একজন অন্যতম বিশিষ্ট প্রচারক ও পালনকর্তা। গান্ধীর দর্শন কোনো রাজনৈতিক দর্শন ছিল না যেটা কাল্পনিক বা তত্ত্বগত ভাবে কোথাও লেখা ছিল। তাঁর দর্শন ছিল ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা যা তিনি তার জীবনের ৪০-৫০ বছর বয়সে অর্জন করে মানুষের সামনে তুলে ধরেছিলেন। গান্ধীর দর্শনের বিভিন্ন ধারণাগুলি যেমন অহিংসা, সত্য ইত্যাদি নতুন কোন ধারণা ছিল না। এগুলি প্রাচীনকাল থেকেই বিশ্বে বিস্তার লাভ করেছিল, বিশেষ করে ভারতবর্ষে। তিনি আধুনিক সমস্যাগুলির সমাধান করার জন্য এই ধারণাগুলিকে ব্যবহার করেছিলেন। গান্ধীজী নিজেকে কখনো দার্শনিক বলে মনে করতেন না। তিনি বলতেন বিশ্বকে শেখানোর মতো তার কাছে কোনো মূলনীতি নেই। তাঁর মতে অহিংসা এবং সত্য হল পাহাড় এর মতই প্রাচীন।[২] তিনি আমাদেরকে কোন দর্শনের পদ্ধতি দেননি কিন্তু আমরা যদি তার দর্শন দেখি তাহলে সেটাই হল সম্পূর্ণ দর্শন। আর তাঁর এই দর্শন থেকে আমরা অনেক কিছুই জানতে পারি। তিনি যেটাকে ভালো মনে করেছেন সেটাকেই তাঁর দর্শনে স্থান দিয়েছেন অর্থাৎ আমরা বলতে পারি তার দর্শনের মূল ভিত্তি হল সত্যের অভিজ্ঞতা। প্রথমে তিনি সত্যকে জেনেছেন তারপর সেটা নিয়ে চিন্তাভাবনা করেছেন তারপর সেটাকে মানুষের সামনে তুলে ধরেছেন। গান্ধীজী চেয়েছিলেন রাজনীতিকে শুদ্ধ করতে, মানুষের মধ্যে ভালোবাসা জাগাতে, মানুষকে সাম্য ও স্বাধীনতা দিতে, মানুষের শ্রমকে সম্মান করতে। বলা যেতে পারে তিনি ছিলেন একটি শক্তি। তবে কোনো শারীরিক শক্তি নয়, তাহল আত্মিক শক্তি যার সাহায্যে তিনি এত বড় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে নাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

গান্ধীজীর দর্শনের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ রূপে এই অহিংসা নতুন কোন আবিষ্কার নয়। গান্ধীজীর মতে তত্ত্ব হিসেবে অহিংসাকে কেউ জানে না। যেমন ভগবানকে ব্যাখ্যা করা যায় না তেমন অহিংসাকেও বোঝানো কঠিন। এর বাস্তব ব্যবহারে আমরা তার সন্ধান পেয়ে থাকি।[৩] অহিংসার প্রতি তাঁর দৃষ্টি জীবনের গভীরতম সংকট ও সংগ্রামের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল।[৪]

গান্ধীজিকে অহিংসার পূজারী বলা হয়। তিনি অহিংসা নীতির মাধ্যমে সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে চান। তিনি এই অহিংসা নীতির ওপর অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। সর্বক্ষেত্রে তিনি এই অহিংসা নীতির কথা বলেছেন। তাঁর এই অহিংসা নীতিটি তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থ ও পত্রিকায় আলোচনা করা হয়েছে। তবে প্রকৃতপক্ষে তিনি অহিংসার বিশেষ কিছু দিককে গুরুত্ব দিয়েছেন। তাই গান্ধীর নিজস্ব ভাবনায় অহিংসা এক বিশেষ রূপ লাভ করেছে। সত্য এবং অহিংসা এক অখণ্ড আদর্শের প্রতিফলন মাত্র, একে অপরের সাথে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে আবদ্ধ। বলতে পারি একে অপরের পরিপূরক। তাই গান্ধীজি বলেন যখন আমি অহিংসাকে খুঁজি তখন সত্য বলে আমার মধ্য দিয়ে তাকে পাও আবার যখন সত্যের সন্ধান করতে যায় তখন অহিংসা বলে আমার মাধ্যমে তাকে লাভ করো। অর্থাৎ এরা পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে আঙ্গিক সম্বন্ধে যুক্ত। অহিংসা হল উপায় আর সত্য হল লক্ষ্য। সুতরাং অহিংসাই হল আমাদের চরম কর্তব্য।

অহিংসা শব্দটির যেমন একটি নঙর্থক দিক আছে তেমন একটি সদর্থক দিকও আছে। তবে তিনি নঙর্থক দিককে স্বীকার করেননি। কেননা তিনি জানতেন বাস্তব জীবনে এত কঠোরভাবে অহিংসা পালন সম্ভব নয় বা তিনি এও জানতেন যে কোন কোন ক্ষেত্রে হিংসাকে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। যেমন - খাদ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে, জল পান করার ক্ষেত্রে, হাঁটাচলার ক্ষেত্রে, শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণের ক্ষেত্রে অন্যের দেহকে আঘাত না করে নিজের দেহকে রক্ষা করা সম্ভব নয়। বলা যায় গান্ধীজী কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রকাশ্যে হত্যাকে অনুমোদন করেছেন। গান্ধীজি তাঁর ***ইয়ং ইন্ডিয়া*** পত্রিকায় লিখেছেন -

"Taking life may be a duty...regarded as a benevolent man".[৫]

গান্ধীজীর অহিংসা সম্বন্ধে সদর্থক ধারণাটি আমাদের আরো গভীরে ভাবতে শেখায়। তাঁর মতে অহিংসার সদর্থক দিক ভালোবাসা ছাড়া আর কিছুই নয়। আর এই ভালোবাসা হল এক অনুভূতি যা ব্যক্তিকে তার ভালোবাসার বস্তুর সঙ্গে একাকার করে ফেলে। তাই অহিংসার জন্য প্রয়োজন এক স্বাধীন মানসিকতার যেখানে কোন ঘৃণা, বিদ্বেষ, ক্রোধ, হিংসা, ঈর্ষা প্রভৃতি

থাকবে না। এই প্রসঙ্গে গান্ধীজি বলেন অহিংসা ভালবাসার সদর্থক দিক যা অন্যায়কারীরও মঙ্গল কামনা করে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে অহিংসা অন্যায়কারীকে তার অন্যায়ের কাজে সাহায্য করবে। তাঁর মতে অহিংসা অন্যায়ের সঙ্গে সম্পর্ক রহিত এবং দুর্বলতার সঙ্গে দূরত্ব যুক্ত।[৬] অধ্যাপক ডঃ ভার্মা তাঁর *Political Pilosophy of Mahatma Gandhi and Sarvodaya* নামক গ্রন্থে বলেছেন-

> "Ahimsa is not merely the negative act of refraing from doing offence, injury or harm to others, but really it represent the ancient law positive self-sacrifice and constructive suffering."[৭]

অহিংসার পথ ও নীতি নিয়ে গান্ধীজি অবিরাম পরীক্ষা-নিরীক্ষার চালিয়ে গেছেন। মানব কল্যাণের ধারণা ও ন্যায়ের প্রেরণা এক্ষেত্রে তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছে। এই অহিংসা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে নিহিত রয়েছে সত্যানুসন্ধান ও আত্মানুসন্ধান। তাঁর অহিংসা ধারনার মধ্যে রয়েছে শ্রমের মর্যাদার কথা। তিনি শিশুর অহিংসা বোধের বিকাশের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার কথা বলেছেন তেমনি আবার শিশুর সামাজিক বিকাশের উদ্দেশ্যে সমাজকেন্দ্রিক শিক্ষার কথাও বলেছেন।

জৈন ও গান্ধীজী সম্মত অহিংসা ধারনার তুলনামূলক আলোচনা : অহিংসার সাধারণ অর্থ হল হিংসা না করা। ব্যাপক অর্থে অহিংসা হল কোন প্রাণীর কায়িক, বাচিক ও মানসিকভাবে ক্ষতি বা আঘাত না করা এবং আক্ষরিক অর্থে অহিংসা শব্দের অর্থ নিজের বা অন্যের ক্ষতি না করা। সুতরাং মনে মনে কারো ক্ষতির কথা না ভাবা, বাক্যের দ্বারা কারো ক্ষতি না করা, কোনো অবস্থাতে কর্মের দ্বারা কোন প্রাণীর প্রতি হিংসা না করাই হল অহিংসা।

পূর্বে আমি জৈন ও গান্ধী সম্মত অহিংসা ধারণা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এখানে আমরা মূলত জৈন ও গান্ধীজীর সম্মত অহিংসা ভাবনার মধ্যে একটা তুলনামূলক আলোচনা করব অর্থাৎ জৈন ও গান্ধীজি অহিংসার যে ধারণা দিয়েছেন সেই অহিংসা ধারণার মধ্যে তাদের কোন কোন জায়গায় মিল বা সাদৃশ্য এবং অমিল বা বৈসাদৃশ্য রয়েছে তা দেখব।

আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি যে, জৈন দর্শনে মোক্ষলাভের সহায়ক কর্ম হল পাঁচ প্রকার। আর এই পাঁচ প্রকার কর্মের মধ্যে অহিংসা হল প্রথম এবং প্রধান। মোক্ষলাভের সহায়ক পাঁচ প্রকার কর্মকে জৈন দর্শনের ব্রত রূপে পালন করা হয় এবং এই ব্রতগুলিকে সাধারণ মানুষ বা গৃহীরা এবং সন্ন্যাসীরা উভয়ই পালন করে থাকে। গৃহীরা ব্রতগুলিকে শিথিল ভাবে পালন করেন এবং সন্ন্যাসীরা সেটাকে কঠোরভাবে পালন করে থাকে। এই প্রবন্ধে গৃহীদের পালনীয় অহিংসা ব্রতের সাথে গান্ধীজীর অহিংসার অজস্র মিল অর্থাৎ সাদৃশ্য আমরা দেখতে পাই। এমন কি এটাও বলা যায় যে গান্ধীজীর অহিংসার ধারণাটি মূলত জৈন দর্শনের গৃহীদের পালনীয় অহিংসা ব্রত থেকে নেওয়া হয়েছে। তবে সন্ন্যাসীদের পালনীয় অহিংসা ব্রতের সাথে গান্ধীজীর অহিংসার কোন মিল দেখতে পাওয়া যায় না অর্থাৎ বৈসাদৃশ্য বর্তমান। তবে কিছু কিছু হিংসা আছে যেগুলি না করলে সমাজে মানুষের বেঁচে থাকাটাই কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। যেমন - শত্রুদের হাত থেকে নিজেকে রক্ষার ক্ষেত্রে, সমাজ রক্ষার ক্ষেত্রে, শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণের ক্ষেত্রে, দেশ রক্ষার ক্ষেত্রে ইত্যাদি সাধারণ মানুষকে কিছু কিছু হিংসার পথ গ্রহণ করতে হয়। এক্ষেত্রে জৈন দর্শনের গৃহীরা ও গান্ধীজী একই মত পোষণ করেছেন। এছাড়াও সামাজিক স্বার্থে বহুক্ষেত্রে ব্যক্তিকে হিংসাত্মক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে দেখা যায়। গান্ধীজী অনুভব করেছিলেন পরিস্থিতি নিরপেক্ষভাবে মানুষ স্বাভাবিক ও প্রবৃত্তিগত ভাবে কোন প্রাণীকে হত্যা করার প্রসঙ্গে অত্যন্ত ভীত ও সংবেদনশীল। যেমন, যদি কোন কুকুর রোগাক্রান্ত হয় বা পাগল হয় তাহলে তাকেও তারা কোন জনহীন স্থানে ধীরে ধীরে মৃত্যুবরণ করার জন্য রেখে আসে। যদিও গান্ধী মতে এই ক্ষেত্রে সহানুভূতিশীল আচরণ কর্তব্য। অন্যভাবে বলা যায় যদি কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে উক্ত ঘটনাটি ঘটে তাহলে তাকে স্বস্তি মৃত্যু বা ওষুধ ইনজেকশন প্রয়োগে যন্ত্রণা থেকে রেহাই দেওয়া সম্ভব হলেও কুকুরটির ক্ষেত্রে ঐ জাতীয় সমাধান এর বিকল্প না থাকায় তাকে তৎক্ষণাৎ হত্যা করে তার শারীরিক কষ্ট লাঘব করা উচিত। এমনকি কোন নিদারুণ রোগে আক্রান্ত শিশুর ক্ষেত্রেও যদি তাকে সুস্থ করা যাবতীয় সমস্ত উপায় ব্যর্থ হয়ে যায়, তাহলে অদৃষ্টের দোহাই না দিয়ে তাকে যে কোন উপায়ে ঐ যন্ত্রনা থেকে মুক্ত করা উচিত। অতএব গান্ধীজী যে অহিংসা ধারণাটিকে ভিন্ন আঙ্গিকে ব্যাখ্যা করেছেন তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। তবে জৈন গৃহীরা কোনরকম হত্যা স্বীকার করে না।

প্রাচীন জৈন মতের অহিংসার সাথে গান্ধীজির অহিংসার মূল পার্থক্য হল - প্রাচীন জৈন মতে জীবের নির্বাণ লাভের পথ হল অহিংসা কিন্তু গান্ধীজি সমাজ কল্যাণ সাধনকে মানুষের জীবের পরমার্থ রূপে গণ্য করে বলেছেন যে অহিংসা পথেই কেবল ঐ অভীষ্ট লাভ করতে হবে। এছাড়া গান্ধীজি অহিংসা পথকে ব্যক্তিকেন্দ্রিক বলেননি, গোষ্ঠীকেন্দ্রিক বলেছেন।

জৈন সন্ন্যাসীদের পালনীয় অহিংসা ব্রতের সাথে গান্ধীজীর অহিংসার অপর একটি বৈসাদৃশ্য হল যে, জৈন সন্ন্যাসীরা অহিংসা ব্রতটিকে অতি কঠোরভাবে পালন করে। অর্থাৎ তারা এমনভাবে কাজ করে যাতে কোন জীবের ক্ষতি না হয়। বাক্য প্রয়োগের সতর্কতা রেখে, মনকে সংযত রেখে সতর্কভাবে তাঁরা গমনাগমন করে। তাঁদের মূল বক্তব্য হল যে একজন সন্ন্যাসী নিজে কোন রকম হিংসা করবে না, অপরকে হিংসা করতে উৎসাহিত করবে না এবং কোনোরকম হিংসা মনোভাব নিজের মধ্যে রাখবে না। সর্বদা নিজে কঠোরভাবে অহিংসার সাথে জড়িত থাকবে এবং অপরকেও সেটাই করতে উপদেশ দেবেন। কিন্তু গান্ধীজি তাঁর অহিংসার ব্যাখ্যায় এত কঠোরতা রাখেনি, যদিও তিনি সব কিছুর মূল অংশ হিসেবে অহিংসাকে ধরেছেন। তবে তিনি বলছেন যে সমাজে বাঁচতে হলে বাস্তব জীবনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনে কিছু হিংসাকে আমাদের স্বীকার করে নিতে হবে যদিও সেগুলো হিংসার মধ্যে পড়ে না বলে তিনি মনে করেন। অপরের প্রতি প্রেম ভালোবাসা বিতরণ করে অহিংসা পালন করতে হবে বলে তিনি মনে করেন। তিনি জৈনদের মতো কোন এক জায়গায় বলেছেন যে অহিংসা ধর্ম শুধুমাত্র মুনি-ঋষিদের ধর্ম নয়, এটা সাধারণ মানুষেরও ধর্ম।

গান্ধীজীর অহিংসা নীতির সার্বিক প্রয়োজনীয়তার কথা ভেবেছেন, যা জাতি-ধর্ম-লিঙ্গ নির্বিশেষে প্রত্যেক ব্যক্তির ক্ষেত্রে যেমন অনুশীলনযোগ্য তেমনি সমাজ ও রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। কিন্তু জৈন মতে একত্রে ব্যক্তিকে নয়, প্রতিটা ব্যক্তিকে অহিংসা পালনের কথা বলা হয়েছে।

এই আলোচনার উপর ভিত্তি করে আর একটি পার্থক্যের কথা বলতে হয় যে, জৈন মতে অহিংসা এবং গান্ধীজি মতে অহিংসা - এই দুই অহিংসার মধ্যে জৈনরা অহিংসাকে একটি মুক্তি লাভের পথ হিসেবে ধরে নিয়েছে কিন্তু গান্ধীজি বলছেন অহিংসা হল একটা আচরণ যার মাধ্যমে আমরা সবকিছুর সমাধান করতে পারি। এমনকি এই অহিংসার পথে শান্তিও আনা সম্ভব বলে তিনি মনে করেন।

পরিশেষে আমার মনে হয়েছে যে, গান্ধীজী এবং জৈন গৃহীরা যেভাবে অহিংসা পালন করেছেন ঠিক সেই ভাবে যদি অহিংসা পালন করা হয় তাহলে বিশ্বে শান্তি ফিরবে। কেননা হিংসা পরিহার করাই হল অহিংসা আর এই হিংসা পরিহার করলেই আমাদের মনের সমস্ত ক্লেশ, রাগ, দ্বেষ, অহংকার দূর হবে এবং তখনই একজন ব্যক্তির মধ্যে সহানুভূতি, সহনশীলতা, দয়াশীলতা, প্রেম-ভালোবাসা জন্মাবে। তবে এটাও আমার মনে হয় যে ব্যবহারিক জীবনের ক্ষেত্রে আমাদের কিছু কিছু হিংসাকে স্বীকার করে নিতে হয় তবে সেই হিংসাগুলি অহিংসারই একটি বৃহত্তম প্রয়োগ মাত্র। আর এভাবেই যদি সবাই অহিংসা পালন করে অর্থাৎ এক ব্যক্তির কাছ থেকে অপর ব্যক্তি, অপর ব্যক্তির কাছ থেকে তার পরিবার, পরিবার থেকে সমাজ, সমাজ থেকে রাজ্য, রাজ্য থেকে দেশ ইত্যাদি। এইভাবে যদি অহিংসাকে বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়া হয় তাহলে মনে হয় সকলের মধ্যে একটা শান্তির বার্তা শুরু হবে এবং তখনই আমরা একটি সুন্দর পৃথিবী গড়ে তুলতে পারব। তাই আমার মনে হয় যে সকলকে অহিংসা নীতি পালন করা উচিত, তবে কঠোর ভাবে নয়।

Reference:

১. বাগচী, দীপক কুমার; ভারতীয় দর্শন, পৃ. ৭৭
২. চক্রবর্তী, নির্মাল্য নারায়ণ; বিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় দর্শনচর্চা, পৃ. ১৪৪
৩. Tendulkar, D.G; MAHATMA, vol. - v, P. 307
৪. দাশগুপ্ত, পান্নালাল; গান্ধী গবেষণা, পৃ. ২৬
৫. বন্দোপাধ্যায়, ডঃ নিখিলেশ; বিংশ শতাব্দীর ভারতীয় দর্শন, পৃ. ৬৯
৬. ভট্টাচার্য, শ্রী শ্যামাদাস; গান্ধী রচনা সম্ভার, পৃ. ১১৭

৭. মহাপাত্র, অনাদিকুমার এবং বন্দোপাধ্যায়, প্রদ্যুম্ন; ভারতীয় রাষ্ট্রদর্শন, পৃ. ১৯১

Bibliography:

শ্যামসুখা., পূরণচাঁদ.; ভগবান মহাবীর ও জৈনধর্ম, জৈন ভবন, কলকাতা, ১৩৮১
মুনিজী., শ্রী সুজষ.; জৈন ধর্ম ও শাসনাবলি, শ্রী অখিল ভারতীয় স্বারক, জৈন সংগঠন, ২০০০
যশ., ডঃ অনুপ.; তত্ত্বার্থ সূত্র, জৈন ভবন, কলকাতা, ২০১৬
দাশগুপ্ত., পান্নালাল.; গান্ধী গবেষণা, নবপত্র প্রকাশক,কলকাতা, ১৯৮৬
মহাপাত্র., অনাদিকুমার এবং বন্দোপাধ্যায়., প্রদ্যুম্ন.; ভারতীয় রাষ্ট্রদর্শন, সুহৃদ পাবলিকেশন, কলকাতা, ২০১৮
চক্রবর্তী., নির্মাল্যনারায়ণ.; বিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় দর্শন চর্চা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক, কলকাতা-৯১, ২০২০
বন্দোপাধ্যায়., ডঃ নিখিলেশ.; বিংশ শতাব্দীর ভারতীয় দর্শন, স্বদেশ, কলকাতা-০৬, ২০১২
বাগচী., দীপক কুমার.; ভারতীয় দর্শন, প্রগতিশীল প্রকাশক,কলকাতা, ২০১৪
চক্রবর্তী., ডঃ নিরদবরণ,; ভারতীয় দর্শন, দত্ত পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৪
Tatia., Nathmal.; Tattvartha Sutra, Motilal Banarasidass, Delhi,2004
Tara., Sethia.; Ahimsa, Anekanta and Jainism, Motilal Banarasidass, Delhi, 2004
Maitra., S.K.; The ethics of Hindus, Calcutta University, 1963